Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ১০: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭

ধান কাটা উৎসব

২৬ নভেম্বর ২০১৭ খুলনার পোল্ডার ২৯, উত্তর গজেন্দ্রপুর পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে ধান কাটা উৎসব আয়োজন করা হয়। উৎসবে অংশগ্রহণ করেন এলাকার কৃষক, গণ্যমান্য নারী-পুরুষ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সমন্বয়নকারী পরিচালক, কারিগরি সহায়তা দলের টিম লিডার, ডেপুটি টিম লিডার, অ্যানুয়াল রিভিউ মিশনের মিশন লিডার এবং নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের প্রতিনিধি। ***ফসল উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে পানি ব্যবস্থাপনা*** শ্লোগান টি অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। উত্তর গজেন্দ্রপুর পানি ব্যবস্থাপনা দলের সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কৃষকগণ সারাদিন ধান কাটা উৎসবে মেতে উঠেছিল। গান-নাটক ও অন্যান্য বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক উৎসব উপভোগ করে উত্তর গজেন্দ্রপুরসহ আশেপাশের গ্রামের কয়েকশত মানুষ। উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ধান কাটা ও মাড়াই প্রতিযোগিতা। আরও ছিল অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক শিখন পর্ব। এই পর্বে নিজেদের সফলতার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন উত্তর গজেন্দ্রপুর পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৫ জন অগ্রগামী কৃষক। শিখন প্রক্রিয়ায় আরও অংশ নিয়েছে ২৯ পোল্ডারের ৬টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৩০ জন কৃষক। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় বিআর ৫২ জাতের ধান উৎপাদন এবং কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপস্থিত সবাই বিভিন্ন তথ্য জানতে পারে। এরপর নিমন্ত্রিত দল নিজ এলাকায় সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে। পটুয়াখালীতেও অনুরূপ ধান কাটা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৬ সালে পটুয়াখালীতে সিএডব্লিউএম পাইলট এলাকা ছিল ১৩৮ হেক্টর, পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে ২০১৭ সালে সম্প্রসারিত হয় ৪২০০ হেক্টর। খুলনায় পাইলট এলাকা ছিল ৬৩ হেক্টর এবং সম্প্রসারিত হয়েছে ২৪৪০ হেক্টরে।

আভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থা উন্নয়নে যৌথ উদ্যোগ

৫৫/২এ পোল্ডারে অবস্থিত দক্ষিণ ধরান্দি বাজার স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা মুগডাল চাষে অভ্যস্ত। কিন্তু গত বছরের অকাল বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে মুগডাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই এবার তারা রবি মৌসুমে বিকল্প ফসল চাষে আগ্রহী হয়ে সিডিএফ মুকুল রায়ের সাথে আলোচনা করে। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মুকুল রায় বোরো ধান চাষের সম্ভাবনার কথা জানান। ডিএই ও ব্লু গোল্ড এর বিশেষজ্ঞগণ মুগডাল ও বোরো ধানের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। দেখা যায়, বোরো ধান চাষের মাধ্যমে প্রতি একরে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার টাকা বেশি লাভ করা সম্ভব। ইতোমধ্যে ১১ জন কৃষক একত্রিত হয়ে ৮ একর জমিতে বোরো ধান চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা বোরো চাষের জন্য সম্মিলিত উদ্যোগে সেচনালা তৈরি করেছে ২৮০ মিটার। খালটি রবি মৌসুমে সেচখাল এবং বর্ষা মৌসুমে নিষ্কাশন খাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ফলে আগামী রবি মৌসুমে তারা অগ্রিম জমি তৈরি ও আগাম ফসল আবাদ করতে পারবে। এটি পানি ব্যবস্থাপনা দলের নিজ অনুসন্ধানে ও উদ্যোগে পরিচালিত আভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের একটি প্রচেষ্টা।

ইউপির সাথে যৌথ উদ্যোগে কচুরিপানা পরিষ্কার

পটুয়াখালী সদরের ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ ও পানি ব্যবস্থাপনা দল ৪৩/২এ পোল্ডারের কাজীরহাট স্লুইস থেকে গাজী বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ৬ কি.মি. খালে কচুরিপানা পরিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। এই কাজে ব্যয় হবে ৯০ হাজার টাকা, যা বরাদ্দ করা হয়েছে ইউপির নিজস্ব তহবিল থেকে।

৪৩/২এ পোল্ডারের কাজীরহাট স্লুইস ডব্লিউএমএ এর সভাপতি ও ছোটবিঘাই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আলতাফ হোসেন। তিনি কমিউনিটি লিডার হিসেবে ২০১৩ সালে পানি ব্যবস্থাপনা দলে যোগ দেন। শুরু থেকেই তিনি সুষম পানি বন্টনের মাধ্যমে নিজ এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

কাজীরহাট স্লুইস খালের দুই পার্শ্বে রয়েছে ৭টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের ক্যাচমেন্ট এলাকা। প্রায় ১২/১৩ বৎসর ধরে আগাছা ও কচুরিপানা ভরা ছিল এই খাল। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে জোয়ারের পানির কারণে শত শত একর জায়গায় জলাবদ্ধতা তৈরি হত। ফলে এলাকার কৃষকেরা সঠিক সময় বীজতলা তৈরি ও ফসল রোপন করতে পারতো না। পানিতে তলিয়ে বিনষ্ট হত সবুজ ধানের ক্ষেত, ভেসে যেত পুকুরের মাছ। অন্যদিকে রবি মৌসুমে সেচের পানির অভাবে মাঠ-ঘাট ফেটে যেত। তাই তাদের এক ফসলী জমিকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছিল না। মো. আলতাফ হোসেন ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর চলতি বর্ষা মৌসুমের প্রথম দিকে ইউপি ও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করে খালটি পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে কাজটি শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং খালে পানি প্রবাহের গতি ফিরেছে। এখন এলাকার কৃষকেরা এক ফসলী জমিকে দুই ও তিন ফসলী জমিতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

এআরএম মিশন ২০১৭

ব্লু গোল্ড প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২৫ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ ফ্রাংক স্তিনবারজেনের নেতৃত্বে অ্যানুয়াল রিভিউ মিশন পটুয়াখালী, খুলনা ও সাতক্ষীরায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

মিশনের অংশ হিসেবে সফরকারী দল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দাতা সংস্থা ও ব্লু গোল্ড এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন। মাঠের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে মিশনের সদস্যরা সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন, যা খসড়া রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে। মিশনের সদস্যরা এই সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও ব্লু গোল্ড কর্মসূচির সকল সদস্যদের বিশেষভাবে মাঠ কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ব্লু গোল্ড বার্তা

ব্লু গোল্ড-ডিএই মেলা

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি ফর এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন আন্ডার ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম (ডিএই কম্পোনেন্ট) এর উদ্যোগে গজেন্দ্রপুর জিকেএসকে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে ১৭-১৯ ডিসেম্বর ব্লু গোল্ড-ডিএই কৃষি প্রযুক্তি মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি ব্লু গোল্ড টিএ, কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, ম্যাক্স ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন কৃষি উপকরণ এবং যন্ত্রাদি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

ব্লু গোল্ড-ডিএই মেলায় ২২ টি ষ্টলের মাধ্যমে বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে পরিকল্পিত বসতবাড়ি, বন্যা, জলাবদ্ধতা, খরা, লবণাক্ততা উপযোগী কৃষি, বিভিন্ন পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, আইপিএম কৌশল, ব্লাষ্ট ও বিপিএইচ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহ। এছাড়া ব্লু গোল্ড টিএ পার্ট এর তত্ত্বাবধানে মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ স্টলে বিভিন্ন প্রযুক্তির সাথে ব্যবসা উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়। মেলার মূল আকর্ষণ ছিল ২৯ পোল্ডারের ডামি মানচিত্র। স্টল পরিদর্শনে কৃষক কৃষাণীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। মেলায় কৃষকদের মাঝে ৪২টি আইপিএম/ আইসিএম/ সিআইজি/পানি ব্যবস্থাপনা দল/ কৃষক সংগঠনের মাঝে ২০ হাজার টাকা করে মোট ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার অনুদানের

চেক বিতরণ করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ তাহমিনা বেগম, প্রকল্প পরিচালক, ব্লু গোল্ড (ডিএই কম্পোনেন্ট) এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চল। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ মো. আব্দুল লতিফ, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, খুলনা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ডুমুরিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. খান আলী মুনসুর, কৃষিবিদ পঙ্কজ কান্তি মজুমদার, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, খুলনা, এস এম জয়নাল আবেদীন, চেয়ারম্যান, সাহস ইউপি, ডুমুরিয়া, খুলনা এবং শেখ আব্দুল কুদ্দুস, প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ও সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, সাহস ইউপি, ডুমুরিয়া, খুলনা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা কৃষি অফিসার মো. নজরুল ইসলাম।

ব্লু গোল্ড ডিএই মেলার ২য় দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের হেড অব ইকোনোমিক অ্যাফেয়ারস্ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন জেরুন স্পেগ্স। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি ফুড সিকিউরিটি ডার্ক আদেমা, সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজর মো. রিয়াজ উদ্দিন খান, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর টিম লিডার গাই জোনস্ এবং ডেপুটি টিম লিডার আলমগীর চৌধুরী। অতিথিবৃন্দ মেলার স্টলসমূহ ঘুরে দেখেন ও ইতিবাচক মতামত ব্যক্ত করেন।

মেলার সমাপনী দিনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে স্টল নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে পুরষ্কৃত করা হয়। সফলভাবে মেলা আয়োজনের জন্য স্থানীয় কৃষক কৃষাণীবৃন্দ, ডিএই ও ব্লুগোল্ড প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানায়।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	২২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডব্লিউএমজি)	৪৭৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	১২৫,২৯৭ (নারী ৫৩,৮০৭; পুরুষ ৭১,৪৯০)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	৪১৩টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)	৩৯টি
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দল	২৬টি (২০১৬-১৭, ১১টি, ২০১৭-১৮, ১৫টি)
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	কারিগরি সহায়তা টিম ৫৬৭টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৪৩২টি
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০; মাছ ১৬; প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ১৯৪; পুরুষ ২৯৪৪, নারী ১৮২৪
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	২২০.২৮ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার	২৫৭টি
খাল খনন/পুন:খনন	১৬২.৫৬ কিলোমিটার
পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য	২৪,৪৭৮ (নারী ৯,৮২৯; পুরুষ ১৪,৬৪৯)
এলসিএস কাজে অংশগ্রহণকারী	২২,২০৩ (নারী ৭,৫৩৩, পুরুষ ১৪,৬৭০)
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সঞ্চয় তহবিল	২১,২০৩,৩৮০ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	৯,৪৪,৯৭০ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: WMG Tracker, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

১৬ বছরের ফসলহীনতার অবসান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম সাতক্ষীরাতে কাজ শুরু করে ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে। প্রোগ্রাম এর উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পোল্ডারবাসীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ফিংড়ী ও ধুলিহর ইউনিয়নের আওতাভূক্ত আমোদখালী খালে পলি জমে ভরাট হয়ে যেত। ফলে ফিংড়ী, ধুলিহর (আংশিক), ব্রক্ষরাজপুর (আংশিক) ও বুধহাটা (আংশিক) ইউনিয়নের আনুমানিক ৫ হাজার একর জমিতে জলাবদ্ধতার কারণে বিগত ১৫ থেকে ১৬ বছর আমন মৌসুমে ধান চাষ করা সম্ভব হতো না। ফলে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতো। আষাঢ়-শ্রাবণ (জুলাই-আগষ্ট) মাস থেকে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) মাস পর্যন্ত দরিদ্র কৃষক এবং দিনমজুর এলাকায় কৃষি কাজ না থাকায় জীবিকার তাগিদে অন্যত্র চলে যেত। পানি ব্যবস্থাপনা দল, ইউনিয়ন পরিষদ ও সাধারণ জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ২০১৭ সালের মে মাসে (স্থানীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে) আমোদখালী খাল পুনঃখননের কাজ শুরু করে। আমোদখালী স্লুইস গেইট থেকে বুড়ামারা বিল পর্যন্ত ৮.৪ কি.মি. (৫.১ কি.মি. ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও ৩.৩ কি.মি. স্থানীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে) খাল পুনঃখননের ফলে অত্র এলাকার ১৯টি বিলের পানি পার্শ্ববর্তী বেতনা নদীতে নিষ্কাশনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ বছর উক্ত বিলসমূহে আমন মৌসুমে সকল কৃষক আমন ধান চাষ করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাই প্রাণ ফিরে এসেছে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে ।

ফিংড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শামসুর রহমান জানান, ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় আমোদখালী খাল পুনঃখননের মাধ্যমে এ বছর বিলগুলোতে আমন ধান চাষ করা সম্ভব হয়েছে। এখন এই এলাকার জমির দাম দ্বিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সাতক্ষীরা সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আমজাদ হোসেন বলেন, আমন ধান চাষের মাধ্যমে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে যা সাতক্ষীরা জেলায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পোল্ডার ২৯

ইউনিয়ন: ডুমুরিয়া, সাহস, ভান্ডারপাড়া, সরাফপুর, সুরখালি; উপজেলা: ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ২৯

বিবরণ	সংখ্যা
পোল্ডারের আয়তন	৮২১৮ হেক্টর
পানি ব্যবস্থাপনা দল	৫৬টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	৭,৯৩৮ জন (পুরুষ: ৪,৪০৭ নারী: ৩,৫৩১)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	৭৮টি (সমাপ্ত)
বাজারমুখী কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	১২টি (সমাপ্ত), সদস্য : ৪৫০ জন পারস্পরিক শিখন চাষী: ২০০০
নির্বাচিত ভ্যালুচেইন	২টি, তিল ও টি-আমন
কৃষি সেবা প্রদানকারী	১৬ জন
সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দল	২টি
সমাজভিত্তিক মাছ চাষ	প্রযোজ্য নয়
বেড়িবাঁধ	৪৮.৮৪ কিলোমিটার
খাল	১৫৬.৪৫ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	১৭টি
প্রধান শস্য	ধান, সবজি, তিল ও মাছ
প্রধান সমস্যা	নদী ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, খাল ভরাট, জলাবদ্ধতা, অকার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো ইত্যাদি।

যৌথ ব্যবসা পরিচালনায় সফলতা

পোল্ডার ২৯ এর সাহস ইউনিয়ন পরিষদের কুখিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল ২০১৪ সালে গঠিত হয়। শুরু থেকেই দলটি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে, বাজারভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান সফলভাবে প্রয়োগ করে এলাকায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বাজারভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে এলাকার কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে ফসল বিক্রি ও উপকরণ ক্রয় করত। ব্লু গোল্ড এর সহায়তায় তারা ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বকুলতলা পানি ব্যবস্থাপনা দলের বাজারভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। এই সফর তাদের খুবই উৎসাহিত করে। পরে তারা নিজ উদ্যোগে ২০১৭ সালের জুন-জুলাই মাসে কাঞ্চননগর এবং গজেন্দ্রপুর সফর করে। সফরের পরে তারা বাজারভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুলের যৌথ ব্যবসা পরিচালনা বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করে। সফরের পর পরই তারা দীর্ঘদিনের প্রচলিত অভ্যাস ছেড়ে যৌথ ব্যবসা পরিচালনা শুরু করে।

যৌথভাবে উপকরণ ক্রয় করে তারা বুঝতে পারে যে খুচরা মূল্যের পরিবর্তে পাইকারি মূল্যে উপকরণ ক্রয় করলে আর্থিক সাশ্রয় হচ্ছে। তাদের যাতায়াত খরচও অনেক কম লাগছে, অর্থাৎ একজনের খরচে ১৫জন উপকৃত হয়েছে। কুখিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি শেখ মো. ইয়াকুব আলী তাদের সফলতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, চলমান বাজারদর পর্যবেক্ষণ করে যৌথভাবে ৫০০ কেজি ব্রি ২৮ ধানের বীজ বিএডিসি থেকে সংগ্রহ করি। পাইকারি মূল্যে ক্রয় করতে পারায় আমরা প্রতি ১০ কেজির বস্তায় খুচরা বাজার থেকে কমপক্ষে ১০০ টাকা কম মূল্যে বীজ কিনতে পেরেছি। এর সাথে যাতায়াত খরচ জনপ্রতি লেগেছে মাত্র ১০ টাকা। ফলে ৫০০ কেজি বীজ ক্রয়ে আমাদের মোট সাশ্রয় হয়েছে ৫ হাজার টাকা। ফসল বিক্রয়ের সময়ও আমরা নিজেদের স্বার্থেই এই যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত রাখবো।

জলাবদ্ধতার সমাধান

পোল্ডার-২৯ এর তারুণ্য নির্ভর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি পানি ব্যবস্থাপনা দলের নাম 'মইখালি পানি ব্যবস্থাপনা দল'। এলাকার আয়তন, খানা এবং সদস্য সংখ্যা বিচারে এটি একটি অপেক্ষাকৃত ছোট সংগঠন। এলাকার মোট খানা সংখ্যা ১০৭, পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য সংখ্যা ৬৩জন (২১জন নারী ও ৪২জন পুরুষ)। দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যাধারি খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যে কারণে এলাকার ৫০ একর জমিতে কৃষিকাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। পানি ব্যবস্থাপনা দলের তরুণ নেতৃত্ব সমস্যার উৎস চিহ্নিত করে এবং নিজেদের উদ্যোগে খাল খনন করে এই সমস্যার সমাধান করে।

ব্লু গোল্ড কর্মসূচির পরামর্শে সংগঠনের সদস্যরা গ্রামবাসীদের সম্পৃক্ত করে। পরে তারা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা এলাকাবাসীর কাছ থেকে চাঁদা তুলে বিদ্যাধারি খাল পুনঃখননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবেই ২০১৬ সালের মে মাসে ১৫ ফুট প্রস্থের এবং ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যের বিদ্যাধারি খাল পুনঃখনন করে। ফলে ৫০ একর জমিতে ফসলহীনতার অবসান হয়। কৃষকেরা এখন এই ৫০ একর জমিতে ধান, সবজি এবং মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

এ ছাড়াও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ইউপির সাথে যোগাযোগ করে মাঠ থেকে ফসল ও কৃষি সরঞ্জাম আনা-নেওয়ার জন্য ২০০ ফুট রাস্তা তৈরি করেছে। স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসের সাথে যোগাযোগ করে ফসলের মাঠের মাঝখান পর্যন্ত বিদ্যুৎ লাইন নিয়ে অগভীর নলকূপ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই কাজটি পানি ব্যবস্থাপনা দলসমূহের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সফল দল পরিচালনা ও সংযোগ স্থাপন

ডুমুরিয়া দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দল ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তখনকার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণসহ দলটি নিষ্ক্রিয় ছিল। বর্তমান কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, নির্বাহী সদস্যদের কর্মদক্ষতায় দলটি ২৯ পোল্ডার তথা ব্লু গোল্ড কর্মসূচির অন্যতম সফল দলে পরিণত হয়েছে। দলের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির তৎপরতায় ২০১৪ সালে দলটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবন্ধনভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে দলটির সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হয়েছে। আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা, সরকারি ও বেসরকারি অপরাপর সংস্থার সাথে যোগাযোগ, সম্পর্ক স্থাপন ও যৌথ কর্মসূচির মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা দলটি পোল্ডারবাসীর কাছে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। ডুমুরিয়া দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাংগঠনিক ভিত্তি যথেষ্ট মজবুত। দলটি প্রতি মাসের ১৮ তারিখ নিয়মিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা করে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ দলের অন্যান্য সদস্যদের অংশগ্রহণে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সকল সিদ্ধান্ত দলের সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দলটির ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সমঝোতা অত্যন্ত সন্তোষজনক। যার কারণে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সফলতার দৃষ্টান্ত অন্যদের সামনে উপস্থাপন করতে পারছে। সাধারণ সদস্যরা নিয়মিতভাবে সঞ্চয় দিয়ে থাকে। বর্তমানে তাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ টাকা। এখান থেকে তারা কৃষকদেরকে কৃষি, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, হাঁসমুরগি পালনসহ বিভিন্ন কাজে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সভায় তাদের উপস্থিতি ও মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এই পানি ব্যবস্থাপনা দল সফর করে এআরএম মিশনের সদস্যগণ প্রসংশা করেছেন।

ইউপি'র কাছে আবেদন জানিয়ে এই পানি ব্যবস্থাপনা দল তাদের নিজ এলাকায় ফসলের মাঠ থেকে ফসল ও কৃষি যন্ত্রপাতি আনা-নেওয়ার সুবিধার জন্য ২১০০ ফুট পাকা রাস্তা এবং ১০০০ ফুট কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করিয়েছে। মাঠে কর্মরত কৃষকের পানির পিপাসা নিবারণের জন্য মিরেখালি বিলের মাঝখানে নলকূপ স্থাপন করিয়েছে। এ ছাড়াও পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যসহ এলাকার গরীব মানুষের জন্য (৮৭ পরিবার) মাসিক ৭০০ টাকা হারে অনুদান এবং ১০০টি কম্বল বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাছে আবেদন করে ৩ কি.মি. দীর্ঘ ২টি খাল (মিরেখালি ও ঝিলেরঘাট খাল) পুনঃখননের ব্যবস্থা করেছে। উপজেলা মৎস্য অফিসে আবেদন করে খননকৃত খালে যৌথভাবে মাছ চাষের জন্য ১৫ মন মাছের পোনা গ্রহণ করেছে। উপজেলা বন অফিস মিরেখালি ও ঝিলেরঘাট খাল পাড়ের রাস্তার দুই পাশে বনায়নের জন্য ৫০০ নারিকেল গাছ, ১৫০০ সুপারি গাছসহ অন্যান্য ফলজ ও ওষধি গাছের চারা পানি ব্যবস্থাপনা দলকে প্রদান করেছে।

ব্লু গোল্ড বার্তা
Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

সমাজভিত্তিক মাছ চাষে সাফল্য

পোল্ডার ২৭/১ এর আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় গঠিত বিলপাটিয়ালা পানি ব্যবস্থাপনা দল। এই পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় মোট খানা সংখ্যা ৭৩ এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য ১০৯ জন। যার মধ্যে নারী সদস্য ৪৭ জন এবং পুরুষ সদস্য ৬২ জন।

বিলপাটিয়ালা পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায় বালিয়ার খাল দশ বছরের বেশী সময় ধরে কচুরিপানায় ভরা ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। সংগঠনটি গঠনের পরে ব্লু গোল্ড কর্মসূচির যৌথ কার্যক্রমের বিভিন্ন তথ্য এবং সমাজ উন্নয়ন সহায়ক (সিডিএফ) এর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই পানি ব্যবস্থাপনা দল খালটি পরিষ্কার করে। খালটি পরিষ্কারের পর তারা সমাজভিত্তিক মাছ চাষের জন্য একতাবদ্ধ হয়। দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি সভার মাধ্যমে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। ৮ সদস্য থেকে ৪ জনকে ব্লু গোল্ড এর মাধ্যমে "সমাজভিত্তিক মাছ চাষ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা জমা দিয়েছে এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার টাকা, যা দিয়ে তারা মাছ চাষ শুরু করে। গত ছয় মাসে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি হয়েছে। সমাজভিত্তিক মাছ চাষীদের ধারনা বালিয়ার খালে আরো যে পরিমান মাছ আছে তার বাজার মূল্য হবে আনুমানিক ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে
অফিস ঘর তৈরি

ব্লু গোল্ড প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলো এখন শক্তিশালী হচ্ছে। তাই সাংগঠনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য সংগঠনগুলির নিজস্ব অফিস ঘর জরুরী হয়ে পড়েছে। ৫৫/২সি পোল্ডার টিমের জোরালো উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে উক্ত পোল্ডারের পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলো উজ্জীবিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তাদের উদ্যোগে অনেক সংগঠন অফিস ঘর নির্মাণ বা ভাড়া নিয়ে কাজ করছে।

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা এবং দশমিনা উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ৫৫/২সি পোল্ডার। উক্ত পোল্ডারে ১৬টি পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন আছে। সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যেই ৬টি সংগঠন অফিস ঘর ভাড়া নিয়েছে বা নির্মাণ করেছে। সংগঠনগুলো-কল্যাণকলস প্রধান খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, উলাসির খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, কচুয়া মহিষডাঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, রুহিতপুরা খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল, গুয়াবাড়িয়া রনুয়ার খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল ও বুধারাম খাল পানি ব্যবস্থাপনা দল ।

নিজস্ব অফিস ঘর তৈরির পরে পানি ব্যবস্থাপনা দলের কাজের গতিশীলতা বেড়েছে। তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এক জায়গায় রাখতে পারছে। তাদের দেখাদেখি অন্য সংগঠনগুলি অফিস ঘর তৈরির আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

মূলধনের অভাব, মাসিক ভাড়া প্রদান ও নিজস্ব জমি না থাকাকে সংগঠনগুলির সক্ষমতা অর্জন করার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা।

রবি শস্য উৎপাদনের জন্য মিষ্টি পানি সংরক্ষণ

সমুদ্রের কোলঘেসে কলাপাড়া উপজেলাধীন বালিয়াতলী, ডালবুগঞ্জ, ধূলাসার ও মিঠাগঞ্জ ইউনিয়নের আংশিক এলাকার ৬,৬৬০ হেক্টর জায়গা নিয়ে ৪৭/৪ পোল্ডার। এই পোল্ডারে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ও লবণাক্ততার মাঝে বসবাস করে ৭,৪৫৩টি পরিবার। এখানকার বেশির ভাগ পরিবার কৃষিকাজের সাথে জড়িত কিন্তু কৃষকরা শুধুমাত্র আমন মৌসুমে ধান চাষ করতে পারে। বাকি মৌসুমে কৃষি জমি পতিত থাকে। জমিগুলোকে চাষাবাদের আওতায় আনার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে লবণাক্ততা। পোল্ডারে ২৬টি স্লুইস থাকলেও কপাট ও হ্যান্ডেল অকেজো হওয়ার কারণে রবি মৌসুমে লবণ পানি প্রবেশ করে। ফলে জমিতে কোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

চলতি বছরের শুরুতে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এই পোল্ডারে কাজ শুরু করে। রবি মৌসুমে পতিত জমি চাষের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে পানি ব্যবস্থাপনা দল ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে খালে মিষ্টি পানি সংরক্ষণের জন্য অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করেছে। মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করে রবি শস্য চাষাবাদ শুরু হয়েছে। ৬টি খালে বাঁধ দেওয়ার জন্য মোট খরচ হয় ৮৩ হাজার টাকা। বালিয়াতলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. এবিএম হুমায়ুন কবির ১০ হাজার টাকা প্রদান করেন। অবশিষ্ট টাকা সদস্যদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। রবি শস্য উৎপাদনের পর পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য খালের বাঁধ কেটে দেওয়া হবে।

যৌথ উদ্যোগে কৃষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি

পানি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনা এবং নেটওয়ার্কিং গড়ে তুলতে কাজ করছে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম। কৃষির উৎপাদন খরচ কমিয়ে ও বিক্রিতে বেশী লাভ করতে পারলে কৃষি কাজকে ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। ইতোমধ্যে কৃষকরা এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ পেয়ে সচেতন হয়েছে এবং অনুশীলন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

এককভাবে কৃষি কাজের পানি এবং উৎপাদন খরচ বহন করা কৃষকের পক্ষে কঠিন। কৃষি খাতে উৎপাদন খরচ কমানোর মাধ্যমে কৃষিকে আরো লাভজনক খাতে রূপান্তরের জন্য যৌথভাবে কৃষি উপকরণ ক্রয় এবং আভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে ২৫ পোল্ডারে ধামালিয়া ইউনিয়নের আওতাধীণ ছয়বাড়িয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছয়বাড়িয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর যৌথ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারে। উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষিকে অধিক লাভজনক করতে তখন থেকে তারা কাজ করছে। দলীয়ভাবে কাজ করলে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হয়। পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি এলাকার কৃষকদের নিয়ে সাধারণ সভা আহবান করে। সমাজ উন্নয়ন সহায়ক (সিডিএফ) এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ প্রাথমিক পর্যায়ে যৌথভাবে বীজ ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পানি ব্যবস্থাপনা দলের পক্ষে দলের ক্যাশিয়ার এবং সভাপতির নেতৃত্বে ৪০ জন সদস্য যৌথভাবে উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের বীজ ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ১৬০ কেজি বীজ ধান ক্রয় করে ও আগামীতে যৌথভাবে বীজ ও সার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: মো. আওলাদ হোসেন, সম্পাদক: তারেক মাহমুদ
সম্পাদনা পরিষদ: নাছরিন আক্তার খান (বাপাউবো), মো. হুমায়ুন কবীর (ডিএই), সোহরাব হোসেন, সুমনা রানী দাশ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম
সংবাদ সহায়তায়: আতিকুন নাহার, শীতল কৃষ্ণ দাস, মো. মতিউর রহমান, মো. জয়নাল আবেদীন, আশিক বিল্লাহ, তাহমিনা আক্তার, শামীম ইউসুফ, জাকির হোসেন লাকি, নূরুর রহমান, নজরুল ইসলাম জুয়েল, মো. সাইফুল্লাহ. মো. লুৎফর রহমান
যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, করিম মঞ্জিল, বাড়ি ১৯, সড়ক ১১৮, গুলশান, ঢাকা ১২১২
ফোন ৯৮৯৪৫৫৩ info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram